

সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ : অতীত ও বর্তমান (১৯৮০-২০২৫)

মো. মনজুর আলম , সিনিয়র প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

পাবনা জেলার সর্ব বৃহৎ উপজেলা সাঁথিয়া। ইছামতির ধারে সাঁথিয়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্র উপজেলা সদরে অবস্থিত সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ। কালের পরিক্রমায় সময়ের তাগিদে ঐতিহ্যবাহী এই ইছামতির ধারেই গড়ে উঠেছিল সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যা আজ দেশ ও জাতির সেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের এই বিদ্যা নিকেতনটি কালান্তরের ধারায় আজ সমুন্নত, পল্লবিত বিরাট মহীরুহের উপমা। কলেজের ৪৫ বছর পূর্তিতে ঐতিহ্যমন্ডিত সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজের গৌরবদীপ্ত পথ পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি

১৯৮০ সাল। সাঁথিয়া থানা সদরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করছিলেন সাঁথিয়ার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী।। এরই মধ্যে সাঁথিয়ার বোয়াইলমারী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক (অব.) দারোগা তোজাম্মেল হোসেন এবং ধোপাদহ গ্রামের শিক্ষিত যুবক উদীয়মান তরুণ মো. ইদ্রিস আলীর যৌথ স্বাক্ষরে সাঁথিয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি নোটিশ ছাড়া হয়। ওই নোটিশ অনুসারে ১৯৮০ সালের ২৯ আগস্ট বুধবার বেলা ২ টার সময় বোয়াইলমারী সিনিয়র মাদ্রাসার একটি কক্ষে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাঁথিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি মোজাম্মেল হক মাস্টার। এই সভায় সাঁথিয়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একই বছর ১৬ নভেম্বর সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলেজ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে সাঁথিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাঃ ওসমান গনিকে কলেজ পরিচালনা পর্যদের সভাপতি এবং ইদ্রিস আলীকে অধ্যক্ষ/সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রথম কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন, সহ-সভাপতি (অব.) দারোগা তোজাম্মেল হোসেন, সহ-সম্পাদক মোজাম্মেল হক (চাঁদু মাস্টার), কোষাধ্যক্ষ আমজাদ হোসেন মাস্টার, সদস্য-আলহাজ্জ আফতাব উদ্দিন, মোজাম্মেল হক মাস্টার, ফয়জাল হক, কাজী আব্দুল কুদ্দুস, ইসমাইল হোসেন, সৈয়দ আলী খাঁ।

এই দুটি সভার আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ শেষ বর্ষে পড়াকালীন সময়ে সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জবায়দুল ইসলাম, মোঃ আকমল হোসেন এবং ছন্দোহ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান সাঁথিয়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পরপর দুটি আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়। এ ছাড়া সাঁথিয়ার চোমরপুর গ্রামের এম.এ পাশ করা যুবক আলাউদ্দিনও ১৯৮০ সালে সাঁথিয়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা চালান এবং এ নিয়ে সুশীল সমাজের সাথে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য সাঁথিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি কলেজে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং একই সাথে তিনি আফতাব নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অল্প কিছুদিন চাকুরি করার পরে ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে তিনি মারা যান।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে কলেজ পরিচালনা পর্যদের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বর্তমান সাঁথিয়া প্রেসক্লাব সংলগ্ন পঁচাই মোল্লার একটি ঘর কলেজের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ভাড়া নেয়া হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩টি কক্ষে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য থানা পরিষদে কর্মরত বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সহায়তা চাওয়া হয় এবং বিভিন্ন হাটবাজার, গ্রামগঞ্জ থেকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক কলেজ পরিচালনা পর্যদের সদস্যসহ সুধীজনদের সমন্বয়ে তহবিল সংগ্রহ উপ-কমিটি গঠন করে দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

কলেজের যাত্রা শুরু

মাত্র ২০/২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকটি কক্ষে কলেজের ক্লাস শুরু হয় ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে। এই সময় কলেজের নিজস্ব জায়গা ও ঘর তৈরি করার ব্যাপারে কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণসহ স্থানীয় সুধীসমাজ তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। বোয়াইলমারী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান সর্বপ্রথম কলেজের জন্য ৩০ শতাংশ জায়গা প্রদান করেন। তৎকালীন উৎসাহী যুবকদের দ্বারা সংগৃহীত ১০ হাজার টাকা দিয়ে চেয়ারম্যান মজিবুর রহমানের দান করা জায়গার সর্বপ্রথম কলেজের জন্য একটি টিনের ঘর তৈরি করা হয়। এ সময় বাঁশ ও কাঠ, খুঁটি দিয়ে এলাকার অনেকেই সাহায্য করেন। ঘর তৈরির পর সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিবর্তে এখানেই ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শুরু করা হয়। পর্যায়ক্রমে কলেজে জায়গা দান করেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাঃ ওসমান গনি ২১ শতাংশ, তেতুলিয়া গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক ফয়জাল চেয়ারম্যান ১৬ শতাংশ, নাগডেমরা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান মাওলানা আঃ হামিদ ২ একর। এখানে উল্লেখ্য, পূর্বের অন্যান্যদের দান করা জায়গা সহ মাওলানা আঃ হামিদের দেওয়া এই জায়গা দেখিয়েই কলেজের অনুমোদন নেয়া হয়। কলেজে আরও জায়গা দেন সাঁথিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর পিতা সাঁথিয়া বাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তি আজিবুর বিশ্বাস ৬৬ শতাংশ। জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সামরিক শাসক হবার পর ১৯৮৩ সালে মাটির ডাক কর্মসূচির আওতায় পাবনায় বসবাসরত সাঁথিয়ার কৃতি সন্তান এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরীর সহায়তায় তৎকালীন জেড.এম.এল.এ আঃ ছামাদ এর মাধ্যমে সাঁথিয়া কলেজের নামে ৮'শ মন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। এই গম বিক্রির টাকা দিয়ে কলেজে মাটি ভরাট কাজ এবং কলেজের জন্য জায়গা কেনা হয়।

১৯৮৩ সাল। সাঁথিয়া কলেজ থেকে সর্ব প্রথম ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্র সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা। ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে। এরা হচ্ছে কিয়াম উদ্দিন ও জাহানারা ফেরদৌস। ইতোমধ্যে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ইদ্রিস আলী সরকারি চাকুরী পাওয়ায় ১৯৮১ সালের মে মাসের ১ তারিখে কলেজের চাকুরী ছেড়ে ঢাকা চলে যান। ১৯৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন কাশীনাথপুরের আব্দুল ফাকের খাঁন। এক বছর চাকুরী করার পর ১৯৮২ সালের ৪ অক্টোবর ফাকের খাঁন বিদায় নেন। একই বছরের ৯ নভেম্বর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ভাঙ্গুরার এফ.এম মকবুল হোসেন। ১৯৮৪ সালের ৪ অক্টোবর মকবুল হোসেন বিদায় নেন। এর এক দিন পর ১৯৮৪ সালের ৫ অক্টোবর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আয়েজ উদ্দিন। যিনি আগে থেকেই রসায়নের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আয়েজ উদ্দিন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কলেজের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে থাকে। তিনিই এই কলেজ টিকে শিশু অবস্থা থেকে যৌবনে নিয়ে আসতে একান্ত সঙ্গী হিসেবে ছায়ার মতো কাজ করেছেন। এ সময় সাঁথিয়ার নাগডেমরা গ্রামের কৃতি সন্তান মাওলানা আব্দুল হামিদ কলেজকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেন। তার সহযোগিতা না পেলে কলেজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো কিনা সন্দেহ।

কলেজ প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন তথা অনুমোদন লাভ করে ১ জুলাই ১৯৮৪ সালে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন পাবনার অন্যতম কৃতি ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ আব্দুল গনি। রাজশাহী বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল হোসেন এবং কলেজ পরিদর্শক সামসুল হক কোরাইশি ৪ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে সাঁথিয়া কলেজে উপস্থিত হয়ে কলেজ অনুমোদনের ঘোষণা দেন। যা ১ জুলাই ১৯৮৪ সাল থেকে কার্যকরী হয়। এ সময় সাঁথিয়া কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাঁথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুস ছামাদ। তাদের প্রচেষ্টায় কলেজে সর্বপ্রথম ৬০ ফুট একতলা পাকা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। এর কিছু কাল পরে উপজেলা চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন ও সাঁথিয়া সদর ইউপি চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন মুকুলের প্রচেষ্টায় সাঁথিয়া কলেজ মাঠে প্রচুর মাটি ভরাট করে হ্যালিপ্যাড করা হয়।

কলেজের উন্নয়নের ধারা

মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে কলেজে এইচ.এস.সি কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার ১ম ও ২য় বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬শ জনে। এখান থেকে এইচ.এস.সি পাশ করা গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর পড়াশোনার কথা চিন্তা করে ১৯৮৬ সালে কলেজে বি.এ, বি.কম ও বি.এস.এস কোর্স চালু করা হয়। সময়ের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কলেজের একতলা বিল্ডিং ৬০ ফুট থেকে বাড়িয়ে ৯০ ফুট করা হয়।

১৯৯৩ সালে সাঁথিয়া-বেড়া নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রচেষ্টায় ৩২ লাখ টাকা ব্যয় করে সাঁথিয়া ডিগ্রী কলেজের ৯০ ফুট লম্বা ও তলা বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করা হয়। মাওলানা নিজামী ২০০১ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিল্পমন্ত্রী থাকা কালে কলেজে ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ, ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ, ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কলেজের অভ্যন্তরে রাস্তা নির্মাণ, ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে কলেজের পূর্ব দক্ষিণ দিকে দেয়াল নির্মাণ করা হয় এবং ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

২০০৩ সালে ৩০ জানুয়ারি অধ্যক্ষ আয়েজ উদ্দিন দীর্ঘ ১৮ বছর চাকুরি জীবন শেষে বিদায় গ্রহণ করলে প্রথমে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে (৩০ জানুয়ারি) ২০০৩ থেকে ১৮ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এবং পরে ১৯ মার্চ ২০০৩ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজে যোগদান করেন জনাব মোহাম্মদ আলী। যুগের চাহিদা ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এলাকার গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষার কথা চিন্তা করে তার সময় ২০০৩ সালে কলেজে খোলা হয় বি.এস-সি কোর্স। যা এই পল্লী এলাকার জন্য অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা ও উৎকর্ষ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে একই বছর কলেজে কম্পিউটার ও সাচিবিকবিদ্যা নামে আরো দুটি বিষয় খোলা হয়। শুধু তাই নয় এলাকার বহু যুবক ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত কলেজে যেতে না পারায় এইচ.এস.সি পাশ করার পর লেখা পড়া বন্ধ করে ফেলে, তারা যাতে এলাকায় থেকেই আরো পড়াশোনা করতে পারে বা চাকুরি করার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ধারণাকে সামনে রেখে অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর চেষ্টায় ২০০৩ সালে কলেজে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্মুক্ত কোর্স চালু করা হয়।

সব কিছু মিলিয়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই এলাকার মাটি ও মানুষের কাছে বসবাসকারী গ্রামবাংলা সাঁথিয়ার গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে সাঁথিয়া ডিগ্রী কলেজ সুস্থ ও মনোরম পরিবেশে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। একদিনের ছোট চারা গাছ আজ শাখা প্রশাখা মেলে দিয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

কলেজ জাতীয়করণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭০.০০২.০০৪.২০১৮-৮৩, তারিখঃ ১২/০৮/২০১৮খ্রি. এর প্রজ্ঞাপন মূলে কলেজ জাতীয়করণ হয়; যা ০৮/০৮/২০১৮খ্রি. তারিখ থেকে কার্যকর। কলেজ সরকারিকরণের গেজেট প্রকাশিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮খ্রি.।

কলেজে কর্মরত ৩৩ জন শিক্ষক এবং ১৩ জন কর্মচারী আত্মীকরণকৃত (সরকারি) হয় ২৬/১১/২০২৪খ্রি. তারিখে, যা ০৮/০৮/২০১৮ থেকে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে কলেজ পূর্ণাঙ্গভাবে সরকারি হয়ে কলেজে কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারী আইবাস++ এর মাধ্যমে বেতনাদি পাচ্ছেন এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও সরকারি কলেজের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

কলেজে নতুন যোগদানকৃত বিসিএস ক্যাডার প্রিন্সিপাল স্যারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

০৮/০৫/২০২৫খ্রি. তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে সৌখিয়া সরকারি কলেজে যোগদান করেছেন। এর পূর্বে তিনি সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা-এর সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সংক্ষেপে নতুন অধ্যক্ষ স্যারের পরিচিতি —

নামঃ প্রফেসর ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান।
নিজ জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

তিনি বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এবং বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী গবেষক এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

প্রফেসর ড. এ.কে.এম. শওকত আলী খান স্যারের লিখিত বইয়ের কয়েকটির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান (অনার্স — চতুর্থ বর্ষ / সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক)।
২. সমাজ ও সম্প্রদায় (অনার্স — তৃতীয় বর্ষ টেক্সট)
৩. সমাজবিজ্ঞান — প্রথম পত্র (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; HSC)।
৪. সমাজবিজ্ঞান — দ্বিতীয় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; HSC)।
৫. বিচ্যুতি ও অপরাধ (অনার্স/ম্যাজর টেক্সট)।
৬. জনসংখ্যা, রাজনীতি ও উন্নয়ন (মাস্টার্স/ফাইনাল)।
৭. তুলনামূলক সমাজকাঠামো (মাস্টার্স/ফাইনাল টেক্সট)।
৮. উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান (মাস্টার্স ফাইনাল)।
৯. সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (মাস্টার্স ফাইনাল)
১০. ধূপদী সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (অনার্স তৃতীয় বর্ষ — যে-কিছু সংস্করণে সহলেখক আছেন)।
১১. শিল্প সমাজবিজ্ঞান (অনার্স)।
১২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় / বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি (ঐতিহাসিক / সাংস্কৃতিক লিপ্যন্তরিত বই-শিরোনামসমূহ, বিভিন্ন উৎসে তালিকাভুক্ত)
১৩. (অন্যান্য) — বিভিন্ন প্রকাশক ও দোকানগুলোতে তাঁর নামে আরও কিছু পাঠ্য/অধ্যয়ন সংক্রান্ত বই তালিকাভুক্ত আছে (উদাহরণ: ডিগ্রি স্তর ৩য়/৬ষ্ঠ পত্রের টেক্সট, সমাজ মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি)।
১৪. গবেষণা পদ্ধতি।
১৫. সামাজিক পরিসংখ্যান।
১৬. পরিবার ও বিবাহের সমাজবিজ্ঞান।
১৭. কৃষক সমাজ
১৮. সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা।
১৯. প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞান
২০. সমাজ মনোবিজ্ঞান।

গবেষণা ও প্রকাশনা

তিনি ২০১৭ সালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে সহ-লেখক ছিলেন, যেখানে Cox's Bazar এর রাখাইন সম্প্রদায়ের উপর কোস্টাল ট্যুরিজমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- গবেষণার শিরোনাম: “*Coastal Tourism in Cox’s Bazar and its Socio-economic & Socio-cultural Impacts on Rakhaine Community, Bangladesh*”
- প্রকাশিত হয়েছে *International Journal of Economic Behavior and Organization* এ ।

উল্লিখিত বইসমূহ ছাড়াও স্যারের লিখিত আরো অনেক পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে ।

অধ্যক্ষ স্যারের স্বল্প সময়ে সাঁথিয়া সরকারি কলেজ উন্নয়ন কার্যক্রমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

নতুন অধ্যক্ষ স্যার কলেজে যোগদান করেই কলেজ উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন- যেমন একাডেমিক কার্যক্রম আরো জোড়দারসহ সহশিক্ষা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন – শিক্ষার মানোন্নয়নের নিমিত্তে ক্লাস মনিটরিং কমিটি গঠন, ক্লাস টেষ্ট গ্রহণ, অভিভাবক সমাবেশ, কলেজে উপস্থিতি নিশ্চিত করার পদক্ষেপসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন । কলেজে বিদ্যমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম অনার্স ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনার বই ক্রয়সহ সয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছেন, ডিপার্টমেন্ট সয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ২টি কম্পিউটার এবং উন্নতমানের আসবাবপত্র দিয়ে ডিপার্টমেন্টকে সাজিয়ে দিয়েছেন। সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে কলেজে রোভার্স স্কাউট, বিএনসিসি গঠন করে কার্যক্রম চালু করেছেন, সামাজিক কর্মসূচি রেডক্রিসেন্টের কার্যক্রম চালু করেছেন। আন্তঃবিভাগ ফুটবল, ব্যাটমিন্টনসহ নানা রকম খেলা-ধুলার আয়োজন করেছেন। কলেজের অবকাঠামো সংস্কারের অংশ হিসেবে ৫০, ০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান পাস করিয়েছেন যা টেন্ডারের অপেক্ষায় আছে । কলেজের অর্থায়নে গ্যারেজ নির্মাণ, সুদৃশ্য ফ্লাগষ্ট্যান্ড নির্মাণ, কলেজের অভ্যন্তরে রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, বৃক্ষ রোপন, মাঠ সংস্কারসহ কলেজের পরিবেশকে সুদৃশ্য করার জন্য অভ্যন্তরীণ রাস্তার দুপাশ দিয়ে ঝাউ গাছ, কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগিয়েছেন , কলেজ চত্বরের বটগাছের গোড়া টাইলস করে বাধাই, কলেজ পুকুর পাড়ের ধারে বসার জন্য আসন নির্মাণ ও উহা টাইলস দিয়ে বাধাই করে কলেজে একটি সুদৃশ্য পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন । এ ছাড়াও কলেজ মসজিদের সম্মুখে ফুলের বাগানসহ নামাজের জন্য সুদৃশ্য কার্পেট দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন । কলেজের অবকাঠামোগত তথা একাডেমিক বিল্ডিং ও কলেজের বাউন্ডারি ইত্যাদি নির্মাণের জন্য তিনি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

কলেজে এইচ.এস.সি ও ডিগ্রি/সম্মান পর্যায়ে বিদ্যমান কোর্স ও বিষয়সমূহঃ

এইচ.এস.সি মানবিক শাখা:

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, পরিসংখ্যান।

বিজ্ঞান বিভাগঃ

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ।

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগঃ

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ।

এইচ.এস.সি (বিএমটি)-

১। ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস ২। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলোপমেন্ট ।

ডিগ্রি পাস কোর্সঃ

বি.এ, বিএসএস, বিবিএস এবং বি-এসসি কোর্স চালু আছে।

অনার্স কোর্সঃ

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ২। সমাজকর্ম বিভাগ চালু আছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

বিএ/ বিএসএস কোর্স চালু আছে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৮০খ্রি. থেকে ২০২৫খ্রি. পর্যন্ত এ কলেজে অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেনঃ-

ক্রমিক নং	অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষমন্ডলীর নাম	পদবী	কার্যকাল	
			থেকে	পর্যন্ত
১.	জনাব মো. ইদ্রিস আলী	অধ্যক্ষ	১৬/১১/১৯৮০খ্রি.	০৫/০১/১৯৮১খ্রি.
২.	জনাব আব্দুল ফাকের খাঁ	অধ্যক্ষ	২৭/০৯/১৯৮১খ্রি.	০৪/১০/১৯৮২খ্রি.
৩.	জনাব এফ.এম. মকবুল হোসেন	অধ্যক্ষ	০৯/১০/১৯৮২খ্রি.	০৪/১০/১৯৮৪খ্রি.
৪.	জনাব মো. আয়েজ উদ্দিন	অধ্যক্ষ	০৫/১০/১৯৮৪খ্রি.	৩০/০১/২০০৩খ্রি.
৫.	জনাব মোহাম্মদ আলী	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	৩০/০১/২০০৩খ্রি.	১৮/০৩/২০০৩খ্রি.
৬.	জনাব মোহাম্মদ আলী	অধ্যক্ষ	১৯/০৩/২০০৩খ্রি.	২২/০৪/২০১৩খ্রি.
৭.	জনাব মোহাম্মদ আলী (অর্থনীতি)	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	২৩/০৪/২০১৩খ্রি.	৩০/০৮/২০১৪খ্রি.
৮.	জনাব মোঃ আলী আক্কাছ	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১/০৯/২০১৪খ্রি.	২৪/০৭/২০১৬খ্রি.
৯.	জনাব সুনীল কুমার সরকার	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	২৫/০৭/২০১৬খ্রি.	২৫/০৬/২০১৮খ্রি.
১০.	জনাব মো. মোকতার হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	২৬/০৬/২০১৮খ্রি.	২৭/০৭/২০১৮খ্রি.
১১.	জনাব মোহাম্মদ আলী (অর্থনীতি)	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	২৮/০৭/২০২৮খ্রি.	১৮/০৯/২০১৯খ্রি.
১২.	জনাব মো. মোকতার হোসেন	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	১৯/০৯/২০১৯খ্রি.	০৯/০৫/২০২০খ্রি.
১৩.	জনাব মো. আশরাফুল আলম	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	১০/০৫/২০২০খ্রি.	১৪/০৭/২০২০খ্রি.
১৪.	জনাব মোহাম্মদ আলী (অর্থনীতি)	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	১৫/০৭/২০২০খ্রি.	৩১/১০/২০২১খ্রি.
১৫.	জনাব দিবাকর কুমার ঘোষ	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	০১/১১/২০২১খ্রি.	২৭/১১/২০২৩খ্রি.
১৬.	জনাব মো. আব্দুল মালেক	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	২৮/১১/২০২৩খ্রি.	০৮/০৫/২০২৫খ্রি.
১৭.	প্রফেসর ড.এ.কে.এম শওকত আলী খান	অধ্যক্ষ	০৮/০৫/২০২৫খ্রি.	চলমান...

কলেজে কর্মরত শিক্ষকমন্ডলীর ছবিসহ তালিকা ম্যাগাজিনে অন্য পাতায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

কলেজে কর্মরত নন-গেজেটেড কর্মকর্তা -

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	যোগদান
১.	মো. মুস্তাফিজুর রহমান	শরীর চর্চা শিক্ষক	১০/০৭/২০০০খ্রি.

কলেজে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের তালিকাঃ (সরকারি)

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	যোগদান
১.	মো. মোতালিব হোসেন	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (ভারপ্রাপ্ত হেড ক্লার্ক)	০১/০৯/২০০৫খ্রি.
২.	মো. শামীম হোসেন	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৮/০৯/২০১৩খ্রি.
৩.	মো. ইদ্রিস আলম	অফিস সহায়ক	০১/১১/১৯৮৬খ্রি.
৪.	মো. ফরহাদ আলী	অফিস সহায়ক	০১/১১/১৯৮৬খ্রি.
৫.	মো. শাহীন আলম	অফিস সহায়ক	১৯/০৩/২০১০খ্রি.
৬.	বীনা রাণী কর্মকার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	

কলেজে মাষ্টাররোলে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের তালিকাঃ

১.	মোছাঃ পিনকিওয়ারা মুনী	অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	
২.	মো. আব্দুল হাই	অফিস সহায়ক	
৩.	মোছা. আসমানী খাতুন	আয়া	
৫.	মো. আব্দুল জলিল	ডে-গার্ড	
৬.	মো. হাসান আলী	নাইট গার্ড	

কলেজের অবকাঠামোগত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

কলেজের মোট জমি ৩ একর ।

ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোঃ

১. পশ্চিমমুখী দ্বিতল ভবন- অধ্যক্ষের কার্যালয়সহ উপাধ্যক্ষের কার্যালয়, অফিস কক্ষ, লাইব্রেরী কক্ষ, পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাব এবং বিজ্ঞান বিভাগের দুটি শ্রেণিকক্ষ ।

২। পশ্চিমমুখী চারতলা ভবনঃ নিচতলায় শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্রীদের কমনরুম এবং এইচ.এস.সি (বিএমটি) শাখার শ্রেণিকক্ষ । ২য় তলায় অনার্স সমাজকর্ম বিভাগের অফিস কক্ষ, সেমিনার কক্ষ ও শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। ৩য় তলায় অনার্স রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অফিস কক্ষ, সেমিনার কক্ষ ও শ্রেণিকক্ষ রয়েছে । ৪র্থ তলায় কলেজের সুবিশাল অডিটোরিয়াম রয়েছে ।

৩। উত্তর মুখী দ্বিতল ভবনঃ মানবিক বিভাগ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শ্রেণিকক্ষ ।

৪। উত্তর মুখী ৩ তলা ভবনঃ বিজ্ঞান বিভাগের সকল ল্যাবরেটরি ।

৫। কলেজের উত্তর-পশ্চিম কর্নারে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য মসজিদ রয়েছে ।

৬। কলেজের উত্তর-পূর্ব কর্নারে একটি পুকুর আছে ।

৭। কলেজ ভবন সমূহের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমে একটি সুবিশাল খেলার মাঠ রয়েছে ।

কলেজের কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

সাঁথিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে অনেক ছাত্র/ছাত্রী কৃতিত্বের সাথে পাশ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত আছেন। তাঁদের মধ্যে লেখক, শিক্ষাবিদ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারমেন ড. এম আব্দুল আলীম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শামীমা খানম, ডাঃ রওশন আরা রীতা, ডা. আঃ শুকুর রঞ্জন, ডা. তোরাপ আলী আকন্দ, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডা. মমিনুল ইসলাম, ডা. আশিয়া খাতুন, ডা. সৌরভ হোসেন, ডা. শারমিন আক্তার ইভা, ডা. আইরিন আক্তার, ডা. শিরীন শীলা, ডা. স্মৃতি, ডা. সুমাইয়া (অধ্যয়নরত), প্রকৌশলী তৌফিকুল ইসলাম মানিক, প্রকৌশলী হাসিবুল হাসান শান্ত, মেজর মওদুদ আহমেদ, ক্যাপ্টেন নাজমুল সাদত টুটুল, কৃষিবিদ আব্দুল হাকিম, এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ও পদক লাভকারী মেহেদী হাসান, এবং বর্তমানে সাঁথিয়া সরকারি কলেজে কর্মরত সিনিয়র প্রভাষক মো. মনজুর আলম, মো. আব্দুল আলীম এবং মো. সাইফুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য।

শেষ কথা

সাঁথিয়া অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ ৪৫ বছরে উপনীত হয়েছে। কলেজটি প্রতিষ্ঠায় অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকেই জীবিত আছেন তাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর সমবেত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উপজেলার প্রাণকেন্দ্রের এ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সকলে মিলে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো এ হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

মো. মনজুর আলম

সিনিয়র প্রভাষক (নন-ক্যাডার)-ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা।

তথ্যসূত্রঃ

- ১। কলেজ অফিসে রক্ষিত নথিপত্র।
- ২। বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৩। ২০০৬ সালে প্রকাশিত কলেজ ম্যাগাজিন।